



14065 - রোযা অবস্থায় কুলি করার হুকুম

প্রশ্ন

রোযা অবস্থায় ওযুর সময় মুখে পানিনিয়োর হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

একজন মুমনি পরপূর্ণভাবে ওযু করতে আদম্টি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্মে আদেশে করছেন, তিনি বলেন: “ওযুকে পরপূর্ণ করুন, আঙুলগুলোর মাঝে খলিল করুন, জরোলোভাবে নাকে পানি দিন; যদি না আপনি রোযাদার হন”।[সুনানে তরিমযি (আস-সাওম/৭৮৮), সুনানে আবু দাউদ (১৪২), আলবানী ‘সহিহ সুনানতি তরিমযি গ্রন্থে (৬৩১) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা অবস্থায় প্রকৃষ্টভাবে কুলিও নাকে পানি দিয়ে থকে বরিত থাকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন; যাত করে এটি হারামের দিকে পর্যবসতি না করে। আর তা হলো রোযা অবস্থায় পানি পটে চলে যাওয়া। কিন্তু রোযা অবস্থায় নছিক কুলি করায় কোন আপত্তি নাই; যদি রোযাদারের পটে পানি চলে না যায়।

তাই উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর থেকে বর্ণিত সহিহ হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেন: একবার আমি রোযা অবস্থায় চাঙাবোধ করে চুম্বন করলাম। তখন বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ আমি জঘন্য কিছু করে ফেলেছি। আমি রোযা রেখে চুম্বন করে ফেলেছি। তিনি বললেন: আপনি যদি রোযা রেখে কুলি করেন; তাহলে সটোক কমন মনে করেন? আমি বললাম: অসুবিধা নাই। তিনি বললেন: তাহলে এই প্রশ্ন কেন?[সুনানে আবু দাউদ (সাওম অধ্যায়/২০৩৭), আলবানী সহিহ সুনানে দাউদ গ্রন্থে (২০৮৯) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

হাদিসটির ব্যাখ্যাকার বলেন: তাঁর বাণী: “আপনি যদি রোযা রেখে কুলি করেন; তাহলে সটোক কমন মনে করেন”: এর মধ্যে চমৎকার ফকিহ (সূক্ষ্মবোধ) এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। সটো হলো: কুলি করা রোযাকে ভঙ্গ করবে না। যহেতু কুলি হলো পান করার পূর্বধাপ...।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।